সমকাল

ভিকারুননিসা স্কুল

গভর্নিং বডির নির্বাচন বাতিল না হলে আন্দোলন

১০ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বডি) নির্বাচন বাতিল করা না হলে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন এ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীরা। তারা ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনকে 'প্রহসনের নির্বাচন' ও 'ভুলে ভরা ভোটার তালিকার নির্বাচন' বলেও দাবি করেন। একই সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির সভাপতির পদত্যাগও দাবি করেন তারা। অন্যথায় অভিভাবক ফোরামের ব্যানারে আন্দোলনের হুমকি দেন।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তারা।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাধ্যমিক শাখায় অভিভাবক পদে পরাজিত প্রার্থী খোরশেদ আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন- অভিভাবক ফোরামের অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী আকন্দ, জেসমিন আক্তার ও আব্দুল মজিদ সুজন।

তারা বলেন, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচন-২০১৯ ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে। সেটি প্রত্যাখ্যান ও ভোট বাতিল করে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে। তারা এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান। অভিভাবকদের দাবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের বিজয়ী করা হয়েছে। এ জন্য যোগ্য প্রার্থীরা পিছিয়ে পড়েছেন। এ কারণে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ভিকারুননিসার সেলিনা হোসেন নামে এক অভিভাবক মামলা দায়ের করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পরাজিত প্রার্থী মীর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন টিপু বলেন, তালিকা যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল সেটি প্রমাণ করতে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত আমরা অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের অভিযোগ যে সত্য ছিল, সেটি নানাভাবে পরিস্কার হয়েছে।

অভিভাবক ফোরামের নেতৃবৃন্দ বলেন, এ নির্বাচনে ভুয়া ভোট দেওয়া, একজন প্রার্থীকে একাধিক ভোট দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটারদের ভোটাধিকার না দেওয়া, ভোট গণনায় প্রার্থী ও গণমাধ্যমকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়াসহ নানা অনিয়ম করা হয়েছে।

তারা বলেন, প্রহসনের নির্বাচন বাতিলের দাবিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইবেন তারা। কিন্তু এতে সম্মতি না দেওয়া হলে অভিভাবক ফোরামের বৈঠক করে কঠিন আন্দোলন করা হবে।